দৈনিক সংবাদ

147

তারিখ 05 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

সন্দ্বীপে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বিঘ্নিত

সীতাকুন্ড, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–শিক্ষক স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়গৃহ ও আসবাবপত্র সংকটের কারণে সন্দ্বীপের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম কাগজে–কলমে সীমিত। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী কার্যক্রম এখানে চালু হলেও শিক্ষা সম্প্রসারণে রাখতে পারছে না ফলপ্রসূ ভূমিকা।

সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৬। সরকারী হিসেবে এখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৭ হাজার ২শ' ৪৬ জন। বিদ্যালয়ে আসার উপযোগী শিশু রয়েছে ৪৮ হাজার ৬শ' ৩৫ জন।

গত ২৯শে এপ্রিল '৯১–এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সন্দ্বীপের ৮০ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩৩ মাস গত হতে চললেও ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলো মেরামতের মুখ দেখেনি। জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে কিছু কিছু বিদ্যালয়। কাচারি, বাংলো অথবা খোলা আকাশের নিচে নেয়া হচ্ছে ক্লাস। শীত মৌসুমে লেখাপড়া কোনমতে চললেও বর্ষাকালে অবস্থা পৌঁছে চরমে।

সম্প্রতি সন্দ্বীপ পরিদর্শনকালে দেখা যায় বিদ্যালয়গুলোতে টুল–বেঞ্চসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নেই। ১০/১২ জোড়া টুল–বেঞ্চ দিয়ে তিন থেকে চারশ' শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার কাজ চালানো হচ্ছে। এমন স্কুলের সংখ্যাও রয়েছে বেশ। বাউরিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম কুচিয়ামোরা হুমায়ুন কবির সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। ঘূর্ণিঝড়ে দুমড়ে–মুচড়ে যাওয়া টিন দিয়ে বিদ্যালয়টির ছোটখাটো একটি কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে। বড়জোর ৭০–৮০ জন ছাত্রছাত্রী ঠাসাঠাসি করে বসতে পারবে। কিন্তু এই বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা রয়েছে প্রায় ৩শ'।

শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এখানকার লেখাপড়া মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। প্রধান শিক্ষকের ১২টি ও সহকারী শিক্ষকের ৯৫টি পদ বছরের পর বছর খালি পড়ে আছে। এছাড়া ৪ জন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার ও ৩ জন অফিস সহকারীর পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে।

শিক্ষক সংকটের ফলে থানার অনেক বিদ্যালয় মাত্র ২ জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। পরিদর্শনকালে এই জাতীয় ৮টি বিদ্যালয়ের সন্ধান মিলেছে। বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে মধ্যম কালাপানিয়া, কালাপানিয়া জগৎ, উত্তর সন্তোষপুর, উড়িরচর, কাজীরবিল, বাউরিয়া উত্তর–পূর্ব, মধ্যম রহমত নগর ও আজিমপুর ভূঁইয়ারহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এই প্রসঙ্গে এখানকার জনৈক প্রবীণ শিক্ষক জানান: শিক্ষক স্বল্পতা ও অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে লেখাপড়া যেখানে বন্ধ হবার উপক্রম, সেখানে সরকারী ঘোষণা আর কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। ফলে এ ব্যাপারে কমিটি গঠিত হলেও কার্যক্রম নেই।